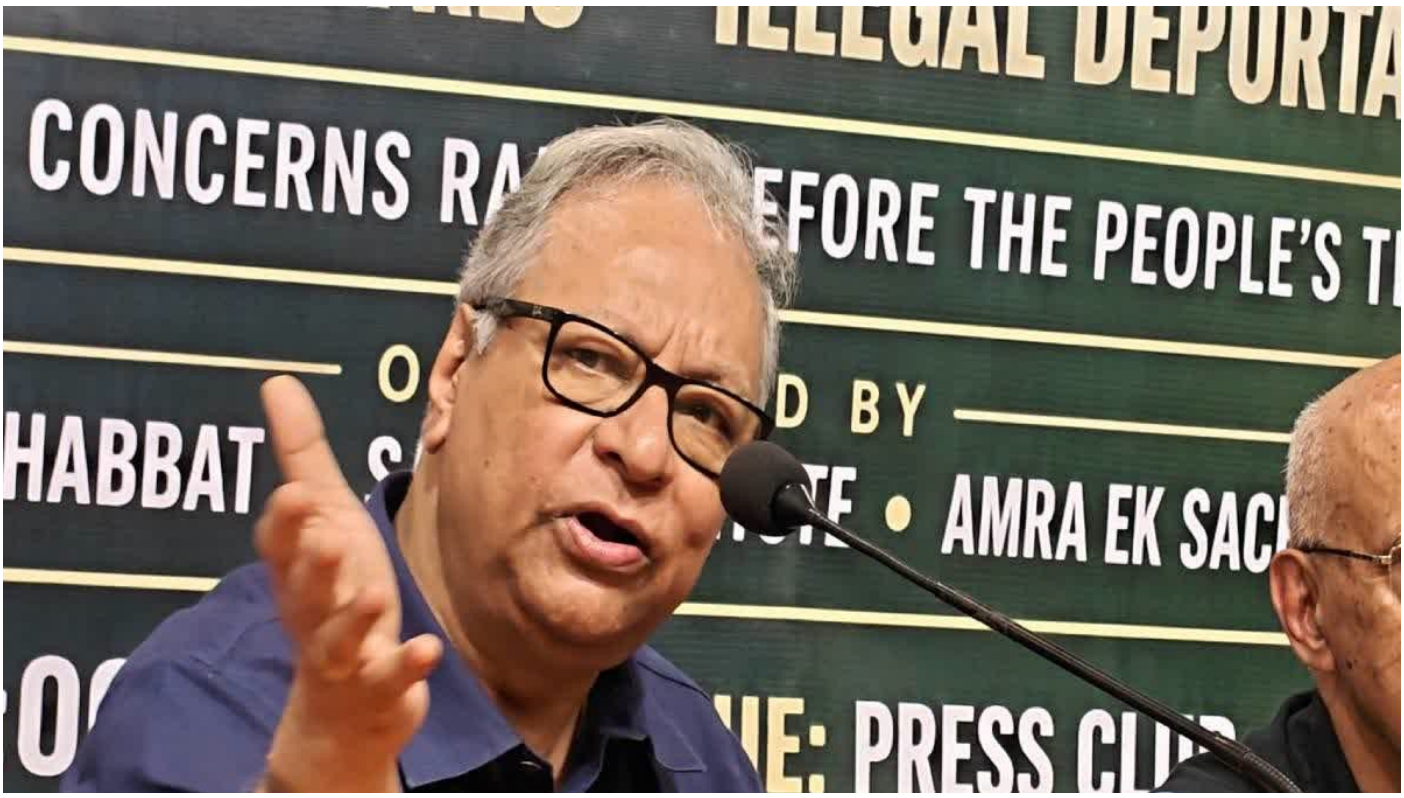
বাংলায় দেড় কোটি বাংলাদেশি ! 1200 জনকে চিহ্নিত করে দেখান: শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ জহর সরকারের

ETV Bharat Bangla Team

ETV Bharat / politics

Jawhar Sircar challenges Suvendu adhikari: SIR-এর নামে সাধারণ ভোটারদের ভোগান্তি, মুসলিমদের উপর অসম প্রভাব এবং নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা নিয়েও একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলেছেন তিনি ।



দেড় কোটি বাংলাদেশি ! 1200 জনকে চিহ্নিত করে দেখান: শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ জহর সরকারের (ইটিভি ভারত)

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 3, 2026 at 10:30 PM IST

7 Min Read

Add as a preferred source on Google

কলকাতা, 3 নভেম্বর: পশ্চিমবঙ্গে দেড় কোটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী রয়েছেন বলে দাবি করেছিলেন

শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু সেই দাবির সপক্ষে এখনও 1200 জনের নামও কি দেখাতে পেরেছে বিজেপি? এই প্রশ্ন তুলেই এ বার SIR বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন ***প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার***।

তাঁর বক্তব্য, দেড় কোটি তো দূরের কথা, শুভেন্দু অধিকারী আগে 1200 জনকে চিহ্নিত করে দেখান। তা না হলে গোটা রাজ্যের মানুষকে আতঙ্ক ও হয়রানির মধ্যে ফেলার যুক্তি কী? একই সঙ্গে SIR-এর নামে সাধারণ ভোটারদের ভোগান্তি, মুসলিমদের উপর অসম প্রভাব এবং নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা নিয়েও একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

মঙ্গলবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে 'কারওয়ান-এ-মহব্বত', সবর ইনস্টিটিউট এবং 'আমরা এক সচেতন প্রয়াস'-এর উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন জহর। প্রসার ভারতীর এই প্রাক্তন সিইও-র অভিযোগ, গত অগস্ট মাসে ***শুভেন্দু অধিকারী*** রাজ্যে দেড় কোটি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীকে চিহ্নিত করে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কথা বলেছিলেন। কিন্তু এত দিনেও সেই দাবির স্বপক্ষে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষের পরিচয় সামনে আনা যায়নি। জহর সরকারের প্রশ্ন, "দেড় কোটি নয়, 1200 জনকে চিহ্নিত করে দেখান শুভেন্দু অধিকারী।" তাঁর বক্তব্য, এত বিপুল সংখ্যক মানুষকে নথিপত্র যাচাই ও শুনানির নামে হয়রানির পরেও যদি অনুপ্রবেশকারীদের নির্দিষ্ট তালিকা দেখানো না যায়, তা হলে এই আতঙ্কের পরিবেশ তৈরির উদ্দেশ্য কী?

SIR-এর তথ্য ও পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন

শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশেই SIR প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন প্রাক্তন সাংসদ। তাঁর দাবি, দেশজুড়ে বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। কিন্তু ভোটার তালিকায় থাকা কোনও ব্যক্তির নাম যাচাইয়ের জন্য চিহ্নিত হওয়া এবং তিনি বিদেশি নাগরিক বা অনুপ্রবেশকারী- এই দু'টি বিষয় এক নয়। এই পার্থক্য স্প না করেই রাজনৈতিক প্রচারে অনুপ্রবেশের প্রসঙ্গ ব্যবহার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তাঁর।

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় 53 লক্ষ নামের নিষ্পত্তির পর নতুন করে প্রায় 30 লক্ষ ভোটারের নাম 'লজিক্যাল ডিসক্রিপ্যান্সি' বা যৌক্তিক অসঙ্গতির তালিকায় পাঠানোর বিষয়েও প্রশ্ন তুলেছেন জহর। তাঁর বক্তব্য, ভোটার তালিকায় নাম, বয়স, অভিভাবকের তথ্য কিংবা বানানের সামান্য অমিলের কারণে সাধারণ মানুষকে বারবার নথি দেখাতে বাধ্য করা হচ্ছে। অথচ এই অসঙ্গতির দায় সব সময় ভোটারের নয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নথি বা তথ্য নথিভুক্তির ভুল থেকেও এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।



কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে (ইটিভি ভারত)

SIR-এর নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানি করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি । বহু ক্ষেত্রে ভোটারদের নিজেদের নাগরিকত্ব ও পরিচয় প্রমাণের জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে বলে দাবি তাঁর । জহর সরকারের প্রশ্ন, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে যদি সাধারণ নাগরিককেই বারবার নিজের পরিচয় প্রমাণ করতে হয়, তাহলে নির্বাচন কমিশনের যাচাই প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে না কেন ?

মুসলিম ভোটারদের নিশানা করার অভিযোগ

SIR প্রক্রিয়ায় মুসলিম ভোটারদের উপর বিশেষ ভাবে প্রভাব পড়ছে বলেও অভিযোগ করেছেন জহর সরকার । সবর ইনস্টিটিউটের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণের উল্লেখ করে তাঁর দাবি, এই প্রক্রিয়ায় মুসলিম সম্প্রদায়ের ভোটারদের ক্ষেত্রে অসম প্রভাবের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে । যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের বক্তব্যও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

ফর্ম 6 ও ফর্ম 7-এর ব্যবহার, ভোটার তালিকার তথ্য যাচাই এবং কমিশনের বিভিন্ন নির্দেশ নিয়েও স্বচ্ছতা দাবি করেছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, নতুন ভোটারের নাম অন্তর্ভুক্তি কিংবা কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়ায় নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলা জরুরি । কারও নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জমা পড়লে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে বক্তব্য জানানোর সুযোগ দিতে হবে । সেই প্রক্রিয়া কতটা স্বচ্ছ ভাবে হচ্ছে, তা প্রকাশ্যে আনার দাবি জানিয়েছেন জহর সরকার । কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন এবং বাদ পড়া যোগ্য ভোটারদের নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করারও দাবি জানিয়েছেন তিনি ।

ছোট প্রার্থনাসভায় হামলা, 6 মাসে 48টি ঘটনার অভিযোগ

এ দিনের সাংবাদিক সম্মেলনে SIR-এর পাশাপাশি রাজ্যের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর হামলা ও হেনস্থার প্রসঙ্গও উঠে আসে । জহর সরকারের অভিযোগ, বড় গির্জার বদলে গ্রামের ছোট ছোট প্রার্থনাসভা, উপাসনালয় এবং ধর্মীয় জমায়েতকে লক্ষ্য করে হামলার ঘটনা ঘটছে । কোথাও প্রার্থনাসভায় বাধা দেওয়া হচ্ছে, কোথাও ভাঙচুর ও হুমকির অভিযোগ উঠছে । এমনকী কেউ খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হলেও শাঁখা-সিঁদুরের মতো স্থানীয় লোকাচার বজায় রাখলে তাঁকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি

।

জহর সরকারের দাবি, গত 6 মাসে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের উপর 48টি হামলার ঘটনা সামনে এসেছে। অনেক ক্ষেত্রে আক্রান্তরা থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়েও সমস্যার মুখে পড়ছেন। স্থানীয় কিছু সংগঠিত গোষ্ঠী এবং উগ্র হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এই ধরনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগ উঠছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, দুর্বল ও প্রান্তিক মানুষের উপর এমন আক্রমণের অভিযোগ ওঠার পরেও প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কেন প্রশ্ন উঠবে না ?

তাঁর বক্তব্য, ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সংবিধানপ্রদত্ত অধিকারের প্রশ্নে কোনও আপস করা যায় না। কোনও ব্যক্তি কোন ধর্ম পালন করবেন, কোথায় উপাসনা করবেন, কীভাবে নিজের বিশ্বাস প্রকাশ করবেন, সেই স্বাধীনতা প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। সেই অধিকার খর্ব করার চেষ্টা হলে প্রশাসনকে নিরপেক্ষভাবে পদক্ষেপ করতে হবে।

'বহুত্ববাদের ঐতিহ্য চ্যালেঞ্জের মুখে', উদ্বেগ হর্ষ মন্দরের

সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজকর্মী হর্ষ মন্দরও পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তাঁর বক্তব্য, সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে যে সামাজিক ভারসাম্য ও বহুত্ববাদের ঐতিহ্য একসময় বাংলার পরিচয় ছিল, সাম্প্রতিক সময়ে তা চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও বিদ্যাসাগরের বাংলায় ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি হওয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেন তিনি।

হর্ষ মন্দরের অভিযোগ, মহিলাদের পোশাক নিয়ে হেনস্থা, ধর্মীয় জমায়েতে বাধা, বই ও লাইব্রেরির উপর হামলা, উপাসনালয় ভাঙচুর এবং শারীরিক নিগ্রহের মতো ঘটনা গুলিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই। তাঁর মতে, এই ঘটনাগুলি বৃহত্তর মেরুকরণমূলক প্রবণতার ইঙ্গিত দিচ্ছে। সংবিধান প্রত্যেক নাগরিককে সমান অধিকার ও ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দিলেও বাস্তবে সেই অধিকার খর্ব হওয়ার অভিযোগ উঠছে।

উল্লেখ্য, সোমবার কলকাতায় বিজেপির 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা দূর করো' মিছিলের পর সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী SIR-কে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসেবেও তুলে ধরেছিলেন। বিজেপির অবস্থান, ভোটার তালিকায় কোনও বিদেশি নাগরিকের নাম থাকা উচিত নয়। অন্যদিকে বিরোধীদের অভিযোগ, অনুপ্রবেশের প্রশ্নকে সামনে রেখে বৈধ ভোটারদের মধ্যেও আতঙ্ক তৈরি করা হচ্ছে।

ফলে SIR এখন আর শুধু ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রশাসনিক প্রক্রিয়ায় সীমাবদ্ধ নেই। তা পরিণত হয়েছে রাজ্যের রাজনীতির অন্যতম প্রধান সংঘাতের বিষয়ে। একদিকে অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করার দাবি, অন্যদিকে বৈধ ভোটারদের অধিকার ও নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন- দুই শিবিরের এই টানাপড়েনের মধ্যেই জহর সরকারের চ্যালেঞ্জ নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক উস্কে দিল। তাঁর প্রশ্ন, দেড় কোটি অনুপ্রবেশকারীর দাবি যদি সত্যিই তথ্যনির্ভর হয়, তা হলে অন্তত 1200 জনের পরিচয় প্রকাশ্যে আনতে আপত্তি কোথায় ?

> ***50 বছরে রাষ্ট্রযন্ত্রকে এইভাবে পচতে দেখিনি : জহর সরকার***
>
> ***SIR এর নামে 'অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র' ! জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও তদন্তের দাবি জহর-প্রকাশদের***

For All Latest Updates

সম্বন্ধীয় প্রতিবেদন